আজকের কাগজ

তারিখ ... 19 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

22

চট্টগ্রামে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ফ্যাসিস্ট জামাত-শিবির তাদের আদর্শ শিক্ষা দিচ্ছে

❑ ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভবকদের মধ্যে চরম অসন্তোষ

❑ প্রতিবাদী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বহিষ্কারের হুমকি

মোতাহার হোসেন ঃ চট্টগ্রাম শহরের প্রাণ কেন্দ্র বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিভ্রান্তি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এখানে বিভিন্ন শিক্ষায়তনে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের বোর্ড অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তক পাঠদানের পাশাপাশি স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ফ্যাসিস্ট জামাত-শিবির চক্রের কর্মকান্ড, আদর্শ, উদ্দেশ্য, রাজনৈতিক শিক্ষা ও জামাতী জীবনে আত্মশুদ্ধির পাঠও দেয়া হচ্ছে। জামাত-শিবিরের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মি যারা শহরের এসব শিক্ষায়তনে শিক্ষকতা করছে তাদের মাধ্যমে এ ধরনের বই-পুস্তক স্বল্প মূল্যে, বিনা মূল্যে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সরবরাহ হচ্ছে।

একজন ছাত্রের অভিভাবক আজকের কাগজ অফিসে এসে এ সংক্রান্ত চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রদান ও কিছু বই পুস্তক প্রমাণ হিসেবে প্রদান করেন। সূত্র মতে, ৮ নভেম্বর সরকারি মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়ে বার্ষিক মিলাদ উপলক্ষে আয়োজিত হামদ, নাত, ক্বেরাত, আযান-এর প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণকালে তাদের মধ্যে ফ্যাসিস্ট জামাত-শিবির চক্রের আদর্শ উদ্দেশ্য সম্বলিত এবং জামাত নেতাদের লিখিত বই পুস্তক প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তদের অনেকেই পুরস্কারের প্যাকেট খুলে এসব বই দেখে প্রতিবাদ করলে তাদেরকে নানা তাদেরকে নানা ধরনের হুমকি প্রদানের অভিযোগ পাওয়া গেছে। জামাতপন্থী শিক্ষকরাই পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, যদি ছাত্ররা এইগুলো না নেয় তাহলে তাদেরকে স্কুল থেকে চিরতরে বহিষ্কারসহ কিভাবে এসএসসি পরীক্ষাসহ অন্যান্য পরীক্ষায় কৃতকার্য হয় দেখে নেবে।

যে সব বই পুরস্কার হিসেবে দেয়া হয়েছে সেগুলো হলো- জামাতী জীবনে আত্মশুদ্ধি (লেখক আবু আলা মওদুদী), প্রশ্ন-উত্তরের আসর (গোলাম আযম), দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব (মতিউর রহমান নিজামী), ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান (দেলোয়ার হোসেন সাঈদী), ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন (মতিউর রহমান নিজামী)। একটি ভিন্ন সূত্র জানান, ৬ষ্ঠ, ৮ম, একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অনুরূপ বিভ্রান্ত ও মৌলবাদী ফ্যাসিস্ট চক্রের দীক্ষায় দীক্ষিত করছে। ভর্তি গাইড নামে নিজেদের বই পুস্তক বিভিন্ন স্কুল-কলেজে জামাত-শিবিরপন্থী শিক্ষকদের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিক্রি করছে এবং বিভিন্ন লাইব্রেরীতে সরবরাহ করছে। এসব ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরকে জানানো হলেও কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকমহলে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।